ঝিনাইদহে জ্বীনের বাদশা পরিচয়ে প্রতারণার সময় আটক ৩

ঝিনাইদহে জ্বীনের বাদশা পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে ৩ জনকে আটক করেছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

আজ বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের ধোপাঘাটা ব্রীজ এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন- গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সমসপাড়া গ্রামের নুর আলম, মামুন হোসেন ও সাইফুল ইসলাম। পুলিশ জানায়, গত ১ সেপ্টেম্বর সদর উপজেলার পোড়াহাটি গ্রামের এক প্রবাসীর স্ত্রীকে মোবাইলে জ্বীনের বাদশা পরিচয় দিয়ে একটি চক্র প্রতারণা শুরু করে। স্বামী ও সন্তানের ক্ষতির ভয় দেখিয়ে ওই নারীর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় চক্রটি। সর্বশেষ বুধবার ওই ভুক্তভোগীর কাছে স্বর্ণের গহনা চাইলে ওই নারী পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে। ওই নারীর স্বর্ণালংকার নিতে গাইবান্ধা থেকে ঝিনাইদহ এলে পুলিশ তাদের অবস্থান শনাক্ত করে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সমসপাড়া গ্রামের নুর আলম, মামুন হোসেন ও সাইফুল ইসলামকে আটক করে। চক্রটি দেশের বিভিন্ন স্থানে এমন প্রতারণা করে আসছিলো বলে জানিয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগের গাড়ী থেকে ফেন্সিডিল উদ্ধার, আটক ৩

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুপুর এলাকা থেকে ফেন্সিডলসহ ৩ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-৬। আজ শনিবার (৯মার্চ) ভোরে তাকে আটক করা হয়। জব্দ করা হয়েছে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের ব্যবহৃত একটি গাড়ী। যা বিভাগের পদস্থ এক কর্মকর্তা ব্যবহার করেন। গাড়ীতে সড়ক বিভাগের লোগো লাগানো ছিলো।

আটককৃতরা হলো-গাড়ী চালক ঢাকার তেজগাও কুনিপাড়া এলাকার শাহাজাদা ফিরোজের ছেলে রমজান হোসেন দেওয়ান (৩০), বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার গোডাঙ্গা গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে জুবায়ের হোসেন জুয়েল ও চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার শেনেরহুদা গ্রামের মৃত মাহাতাব উদ্দিনের ছেলে নজর হোসেন (২৫)।

র্যাব-৬, সিপিসি-২ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নাঈম আহম্মেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়ক বিভাগের একটি গাড়ী যোগে ঢাকায় ফেন্সিডিল পাচার হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার ভোরে সদর উপজেলার মধুপুরে চেকপোস্ট বসায় র্যাব। সেসময় সন্দেহ হলে একটি পাজারো গাড়ীর গতিরোধ করে তল্লাসী করলে পাওয়া যায় ১৫০ বোতল ফেন্সিডিল। সেসময় আটক করা হয় ড্রাইভারসহ ৩ জনকে। এ ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

দামুড়হুদায় ৪ শ’ ৮৭ পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ আটক ৩

দামুড়হুদা উপজেলায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক অভিযান চালিয়ে ৪ শত৮৭ পিচ ভারতীয় বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ তিনজনকে আটক করেছেন।

আটকৃতরা হলো মাহাবুর (৩২) চাকুলিয়া গ্রামের রমজান আলির ছেলে, হাফিজুর (৩৫) একই গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে ও মিজান (৫৫) একই গ্রামের মৃত শুকুর আলির ছেলে। গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে মুক্তারপুর মাঝেরপাড়া রাস্তার উপর তাদেরকে আটক করা হয়।

জানাযায়, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক মোছা: শিরীন আক্তার এর নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সঙ্গীয় ফোর্সদের সমন্বয়ে দামুড়হুদা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোক্তার পুর মাঝের পাড়ায় থেকে চাকুলিয়া গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে হাফিজুর রহমান, মৃত শুকুর আলির ছেলে মিজানুর রহমানকে আটক করেন।

পরে তাদের ব্যবহৃত মোটর সাইকেলের সিট তল্লাশি করে ৩ শত পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করেন। এবং ডিসকভারি ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল জব্দ করেন।

একইদিনে চাকুলিয়া গ্রামের মাঠ পাড়ার রমজান আলির ছেলে মাহবুবুর রহমানকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ১ শত ৮৭ পিচ বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করেন। জেলা মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক আকবর হোসেন বাদী হয়ে উক্ত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেন।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার মামলায় আটক ৩

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় ৩ জন আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। মঙ্গলবার সকালের দিকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক জয়পুর গ্রামের চলমান মেম্বার সাকার উদ্দিনের ছেলে রমজান আলী(৫৫), আনন্দবাস গ্রামের শহীদ বিশ্বাসের ছেলে রানা বিশ্বাস(৪০) ও রুহুল আমিনের ছেলে মামুন(৪০)।

এদিকে আটকের পর মঙ্গলবার দুপুরে তাদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন,নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় মামলার ভিত্তিতে আমরা এ পর্যন্ত তিনজনকে আটক করেছি, বাকিদেরও আটকের চেষ্টা চলছে। এছাড়া আর যেন কোন সহিংসতা না ঘটে সেই লক্ষ্যে ওই এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল রাত সাড়ে ৯ টার দিকে আনন্দবাস গ্রামে মেহেরপুর-১ আসনে নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের কর্মী-সমর্থকরা বিজয় মিছিল

শুরু করে। মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে মিছিলের মধ্যে থেকে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক কর্মীকে চড় থাপ্পড় মারে। এতে ক্ষিপ্ত হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজনরা। ছাদের উপর থেকে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ঘটনার এক পর্যায়ে তারা দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিশোটা নিয়ে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। এতে নৌকার পক্ষের ১৮ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন কর্মী-সমর্থক আহত হয়।

এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাব হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসসহ মোট ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মামলার ভিত্তিতে মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) সকালের দিকে আনন্দবাস ও জয়পুর গ্রাম থেকে তিন জনকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে পিতা-পুত্রসহ আটক-৩

মেহেরপুরে এক মাদক বিরোধী অভিযানে পিতা-পুত্র সহ ৩ জনকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল।

আটককৃতরা হলো মেহেরপুর নতুন পোস্ট অফিস পাড়ার মৃত ইউনুস খাঁর ছেলে জনি খাঁ (৪০) তার ছেলে শিশির (২২) ও গোরস্থান পাড়ার আবু হানিফের ছেলে আমিনুল ইসলাম ওরফে এ্যামি(৪৮)।

আজ বুধবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেমের নেতৃত্বে একটি দল মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রাম থেকে তাদের আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১৭ গ্রাম হেরোইন এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত ডিসকভার মোটরসাইকেল উদ্ধার ও জব্দ করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে পরিদর্শক আবুল হাশেম বলেন, ‘উদ্ধারকৃত মাদকের বাজার মূল্য প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করে আটককৃতদের মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।’

ঝিনাইদহে ১১ টি চোরাই মোটরসাইকেল সহ আটক ৩

ঝিনাইদহে ১১ টি চোরাই মোটর সাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। দক্ষিণবঙ্গের আন্ত:জেলা চোরচক্রের তিন জনকে গ্রেপ্তারের পর তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে চোরাই ১১ টি মোটর সাইকেল উদ্ধার করা হয়। আজ শনিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করে পুলিশ।



ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান জানান, ঝিনাইদহ শহর থেকে মোটর সাইকেল চুরির ঘটনায় গত মাসের ২২ তারিখে সদর থানায় মামলা করা হয়। এরপর গোপন তথ্যে পরদিন সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানা এলাকা থেকে মোটর সাইকেল চুরির দক্ষিণবঙ্গের আন্ত:জেলা চোর চক্রের মুলহোতা মোহাম্মদ আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তিতে জড়িত আরো দু-জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা এই অঞ্চলের ১৮ টি জেলায় মোটর সাইকেল চুরির সাথে জড়িত। পরে গ্রেপ্তারকৃতদের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার রাতে

সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ, শ্যামনগর, আশাশুনি সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে চোরাই ১১ টি মোটর সাইকেল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মোটর সাইকেলগুলো পর্যায়ক্রমে তাদের মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানানো হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) ইমরান জাকারিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) এসএম রাজু আহম্মেদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল মীর আবিদুর রহমান, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহীন উদ্দিন, এসআই ফরিদ হোসেনসহ পুলিশের উদ্ধতন কর্মকর্তারা।

গ্রেপ্তারকৃতরা হল, সাতক্ষীরা জেলার বংশিপুর গ্রামের মোহাম্মদ আলী, ভ্যাটখালী গ্রামের মনিরুজ্জামান, খুলনা জেলার চালনা গ্রামের হেলাল। মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ, খুলনা, মাগুরা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া সহ বিভিন্ন থানায় ১৫ টি মামলা রয়েছে।

দামুড়হুদায় ডিবি পুলিশের অভিযানে কেরুর ট্রাকে বাংলামদ সহ আটক ৩

দামুড়হুদা দর্শনা মহা সড়কের মাঝামাঝি স্হান থেকে জেলা ডিবি পুলিশের অভিযানে বাংলাদেশ কেরু এন্ড কোম্পানীর ট্রাকে বাংলামদ ও চালক সহ ৩ জনকে আটক করেছে জেলা ডিবি পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আসামীদের কে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশের ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর ছিল যে কেরুর ওয়্যার হাউজ শান্তাহার থেকে চুরি করে ট্রাকে মদের একটি বড় চালান আসছে।সে খবর পাওয়ার পর দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশন ও ফায়ার সার্ভিসের মাঝামাঝি স্হানে ডিবি পুলিশের একটি টহলদল এম্বুস করে।রাত নয়টার দিকে গাড়িটি পুলিশ বেরিকেট পার হওয়ার চেস্টা করলে গাড়িটি আটক করা হয়।

যে ট্রাকে কেরুর শানতাহার পন্যাগার থেকে কেরুর ট্রাকে চুরি করা মদ নিয়ে দর্শনায় ফিরে আসা হচ্ছে, যা পুজার বাজারে দর্শনা এলাকায় অনেক টাকায় বিক্রি করা হবে। রাতেই ট্রাকটি তল্লাশী করে ১০ লিটার মদ সহ চালক মনিরুল ইসলাম,হেলফার সানোয়ার হোসেন ও বাপ্পারাজকে আটক করা হয়।পরে কেরুর নিজস্ব ট্রাক (নম্বর চুয়াডাঙ্গা-হ ১১০০০৯) ডিবি হেফাজতে রেখে বাংলামদ সহ গতকাল মঙ্গলবার আসামীদেরকে চুয়াডাঙ্গা কোটে চালান করা হয়েছে।

চিনিকলের পরিবহন বিভাগের অফিস জানান গত ২২ অক্টোবর কেরুর ডিস্টিলারির উৎপাদিত পন্য নিয়ে ট্রাকটি কেরুর শানতাহার ওয়্যার হাউজে যায় এবং মালামাল রেখে গতকাল ২৩ অক্টোবর রাতে ট্রাকটি ফিরে আসার সময় পুলিশের কাছে আটক হয়। কেরু চিনিকলের জি এম (প্রশাসন) মোঃ ইউসুপ আলি জানান ঘটনাটি শুনেছি আজ মঙ্গলবার সরকারি ছুটি বুধবার অফিস যথারিতি চলবে, অভিযুক্তদের বিষয়ে খোজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী অভিযানে আটক ৩

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ মাদক বিরোধী পৃথক পৃর্থক স্থানে অভিযান চালিয়ে গাঁজা ও ইয়াবা ট্যবলেটসহ তিনজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আটকৃরা হলো আতিকুল ইসলাম (৩০) ফকির পাড়া গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে,আশরাফ (৩৫) গোবিন্দহুদা গ্রামের গোলাম হোসেনের ছেলে ও একই গ্রামের আক্কাস আলী(২৪) মৃত আঃ মজিদের ছেলে।

আজ রবিবার ফকির পাড়া ও গোবিন্দ হুদা বিল পাড়ায় থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর এর তত্ত্বাবধানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, এসআই মোঃ তৌহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ফকির পাড়া গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে আতিকুর রহমানকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ৫ শত গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। একই দিনে গোবিন্দ

হুদা গ্রামের গোলাম হোসেনের ছেলে আশরাফ ও একই গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে আক্কাস আলিকে আটক করেন। পরে তাদের দেহ তল্লাশী করে ৭০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

তাদের বিরোদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

কোটচাঁদপুরে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার গৃহপরিচারিকা নারী আটক ৩

কোটচাঁদপুরে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক গৃহপরিচারিকা নারী। গত মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় পৌরসভার গাবতলা পাড়ায়। আজ বৃহস্পতিবার আটকৃতদের আদালতে পাঠিয়েছেন থানা পুলিশ।

জানা যায়,গৃহপরিচারিকা ওই নারীর কোটচাঁদপুরের বাসিন্দা। সে ঢাকায় গৃহকর্মীর কাজ করেন।গত মঙ্গলবার রাত ৯ টার দিকে বাসে করে ঢাকা থেকে কোটচাঁদপুর আসেন।

এরপর বাসস্ট্যান্ড-সংলগ্ন গাবতলা পাড়ায় পূর্বপরিচিত এক নারীর বাসায় যান,ওই গৃহপরিচারিকা। রাতে খাবার খেয়ে ওই বাসাতেই শুয়ে ছিলেন তিনি।

পরে ওই রাতেই তাঁর পরিচিত আত্মীয় বাসস্ট্যান্ডে নিজের চায়ের দোকানে চলে যান। এ সুযোগে ওই চা দোকানির স্বামী ইসরাইল হোসেন,ঘরের তালা খুলে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করেন। এরপর খবর দিয়ে ডেকে আনেন আরো দুই রিক্সা চালক ইসমাইল হোসেন ও আব্দুল খালেককে। পরে তারাও পালাক্রমে ধর্ষণ করেন ওই নারীকে।

ওই ঘটনার পর গতকাল বুধবার ওই গৃহপরিচারিকা কোটচাঁদপুর থানায় যান। মামলা করেন, ওই তিন রিক্সা চালকের বিরুদ্ধে। এরপর পুলিশ তাদেরকে কোটচাঁদপুরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে আটক করেন।

আটককৃতরা হলেন, রিকশাচালক ইসরাইল হোসেন ইসমাইল হোসেন ও আব্দুল

খালেক। এরা সবাই কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বাসিন্দা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল মামুন বলেন, ওই ঘটনায় ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ভুক্তভোগী নারী। এরপর শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়।

তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে,তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। গতকাল বুধবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে ওই নারীর। বৃহস্পতিবার ধর্ষণ মামলায় আটককৃতদের ঝিনাইদহ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে আটক-৩

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ মাজহারুল ইসলাম ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরীয়তুল্লাহ ও উপরিদর্শক আকবর হোসেন এবং উপপরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন এর নেতৃত্বে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয় হতে চুয়াডাঙ্গা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান করে আসামি মো:রাকিব (৩০), পিতা মো:বজলুর রহমান সাং বেলগাছী মুসলিমপাড়া থেকে সদর থানাধীন শান্তিপাড়া ফুল চাদের আম বাগানে মধ্যে হইতে আসামির দেহ তল্লাশি করে ৫০ গ্রাম গাঁজা সহ গ্রেপ্তার করা হয় উক্ত গ্রেফতারকৃত আসামীকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

অপরদিকে বিভাগীয় স্টাফদের সমন্বয়ে চুয়াডাঙ্গা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান করে আসামি মোছা: সেলিনা বেগম (২৭) স্বামী মিন্টু শান্তিপাড়া হতে এবং অপর পলাতক আসামি মোছা: শিপ্রা বেগম(৬০)

স্বামী: মো: বাবুল সাং: বুজরুক গড়গড়ি বুদ্ধিমান পাড়া চুয়াডাঙ্গা কে সদর থানাধীন শান্তিপাড়া গ্রামস্থ নিজ দখলীয় বসতঘর হইতে ৫০৬ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ও হিরোইন ০২ গ্রাম এবং ট্যাপেন্ডা ট্যাবলেট ২০ পিচ উদ্ধার করা হয় , উক্ত আসামিদের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের প্রক্রিয়া চলছে।